দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 28 MAR 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

০৫৩২

শিক্ষাঙ্গনে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ঃ জাতির প্রত্যাশা

জাতির দীর্ঘ প্রত্যাশার ফসল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান একথা প্রগাঢ় ভাবে অনুধাবন করেন যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপুষ্টি সাধন হয়েছে ইউরোপীয়দের হাতে। সংগত কারণেই সামাজিক বিজ্ঞান এবং মানবিক বিদ্যার মত শাস্ত্রে তাদের বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে। এসব শাস্ত্রে যদি আমাদের বিশ্বাসের প্রতিফলন না ঘটে তাহলে একদিন আমাদের বিশ্বাস এবং সংস্কৃতির বিলুপ্তি ঘটবে।

একথা অনুধাবনের ফলেই তিনি একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাছাড়া এ দেশের মুসলমানদের দীর্ঘ দিনের দাবী ছিল একটা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার।

হাজার ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এই অবস্থানে পৌঁছেছে। কিন্তু কুচক্রিরা এখনও সক্রিয়। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে এখানে প্রধানতঃ মাদ্রাসার ছেলেরা পড়বে। তবে কলেজের ছেলেদের জন্যও এর দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে। কারণ আর যে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাতে প্রধানত কলেজের ছেলেরা পড়ে। অথচ এবার যে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ বৈষম্যমূলক এবং ষড়যন্ত্রমূলক। এ ষড়যন্ত্র থেকে ইসলামী শিক্ষাকে রক্ষা করতে হবে। এখানে দু'টো অনুষদে ভর্তির জন্য দরখাস্ত আহবান করা হয়েছে। ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষা অনুষদ এবং মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ। প্রথম অনুষদে বিষয় তিনটি সেখানে শুধু মাদ্রাসার ছেলেরা ভর্তি হতে পারবে। এখানে উভয় পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগসহ ১১০০ নাম্বারের শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে মোট বিষয় ৮টি সেখানে কলেজ/মাদ্রাসার ছাত্ররা আবেদন করতে পারবে।

আমরা মনে করি মাদ্রাসার ছেলেদের ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে রাখার হীন মানসিকতাই এ ধরনের বৈষম্যমূলক শর্ত জুড়ে দেওয়ার কারণ। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে এই সার্কুলার প্রত্যাহারে আহবান জানাচ্ছি।

—মোঃ ইদ্রিস আলী